শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে

সাদিয়া সুলতানা রিমি

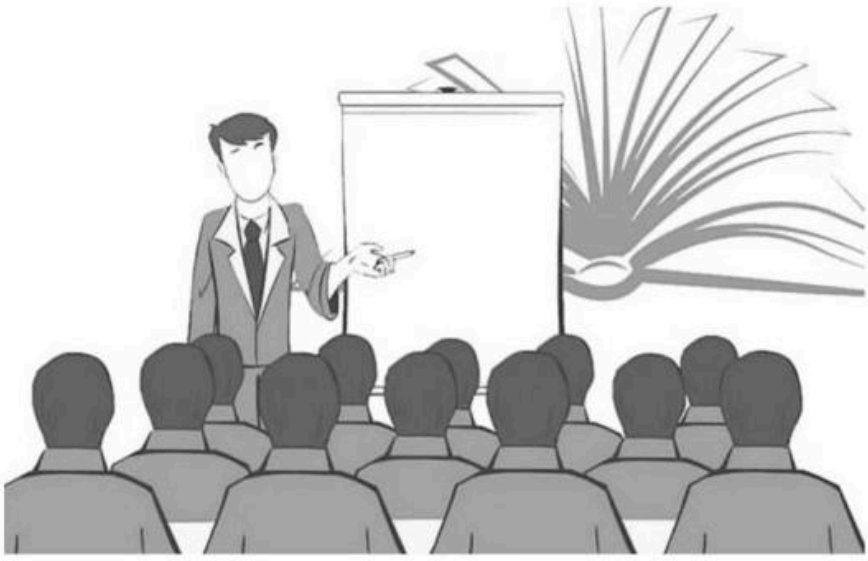

সমগ্র বিশ্বে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হবে বলতে কাগুজে বইয়ের সঙ্গে প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হওয়া বোঝাত। একইসঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে কর্মমুখী তথা প্রযুক্তিনির্ভর অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হতো। সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, এখন ২০২৪ সাল। ২০২০ সালে করোনা মহামারির পর দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে; কিন্তু শিক্ষার মান কি বেড়েছে? এ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব বাড়ছে, নাকি কমছে—এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়।

পাঠ্যবইয়ের পড়া কমেছে, আধুনিকতার ছোঁয়া বেড়েছে; কিন্তু এতে শিক্ষার্থীদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে কিনা, প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা সারাদিন মোবাইল ফোনে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দিনশেষে তারা চায় সিলেবাস কমানো হোক, নয়তো অটোপাশ। এমনকি ক্লাস ওয়ান-টুয়ের বাচ্চারা পর্যন্ত মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাই পুনরায় PSC, JSC পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হলে শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রতি অনীহা অনেকাংশে কেটে যাবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের যদি বেসিক ঠিক না থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কী করবে তারা?

বরং এ আধুনিকতাই শিক্ষার্থীর মেধাকে সংকুচিত করছে। তারা কোনো চেষ্টা ছাড়াই হাতের ফোন দিয়ে সবকিছুর সমাধান পেয়ে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার দরকার আছে অবশ্যই; কিন্তু বাংলাদেশে এখনো অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ভালো নয়। এ কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হলে শুধু পাঠ্যপুস্তক বা কারিকুলামে পরিবর্তন আনলে হবে না। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও হতে হবে। শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যকার মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করায় সাহায্য করা। শিক্ষার অবনতির ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানচর্চার প্রতি অনীহা দেখাচ্ছে। ফলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, অবনতি হচ্ছে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের। এসব কারণে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার মানের ঘটছে চরম অবনতি। আজকাল জ্ঞান অর্জনের চেয়ে সার্টিফিকেট অর্জনই ছাত্রদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে পড়ালেখায় মনোযোগ কমছে তাদের। এসব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। সর্বোপরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়